

প্রিয় মতামত বিভাগে নিয়মিত লিখছেন তথ্যপ্রযুক্তিবিদ জাকারিয়া স্বপন। লেখকের নিয়মিত কলাম ‘আমার দিন’-এ ড. স্টিফেন কোভের লেখা ‘দি সেভেন হ্যাবিটস অফ হাইলি ইফেক্টিভ পিপল’ বই থেকে মানুষের জীবন বদলে দেওয়ার অভ্যাসগুলো নিয়ে ধারাবাহিকভাবে লিখছেন।

ড. স্টিফেন কোভের লেখা ‘দি সেভেন হ্যাবিটস অফ হাইলি ইফেক্টিভ পিপল’ বইটি আমরা মোটামুটি শেষ করে ফেলেছি। অসংখ্য মানুষ আমাদের জানিয়েছেন, এই বইটি জীবন সম্পর্কে তাদের ধ্যান-ধারণাকে পাল্টে দিয়েছে। আমাদের হাতে সময় এই চব্বিশ ঘন্টাই। সবাই এই সময়টুকু যথার্থভাবে ব্যবহার করতে চায়, ইফেক্টিভ হতে চায়। কিন্তু বিষয়গুলো যে একটা সূত্র দিয়ে গাঁথা সেটা জানা থাকলে অনেক বেশি কার্যকরী ভূমিকা নেওয়া যায়। এই পৃথিবীতে যেমন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি রয়েছে যা আপনি স্বীকার করেন আর না-ই করেন। একইভাবে, আমরা বুঝি আর না-ই বুঝি, স্টিফেন কোভের গবেষণা প্রাপ্ত ৭টি অভ্যাস আমাদের নিজেদের এবং অন্যদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে সূত্র হিসেবে অবস্থান করে। এগুলো জানা থাকলে, আমাদের জন্য সুবিধা অনেক।

আমি প্রাথমিকভাবে ৭টি অভ্যাসের মূল জায়গাটা পাঠকদের বুঝানোর চেষ্টা করেছি। পত্রিকায় কাগজের স্বল্পতা থাকে বলে, সব কিছু বিস্তারিত লেখা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই এখন এটাকে বই আকারে প্রকাশ করার কাজ করছি।

এই বইটি যখন ১৯৮৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়, তার পর পৃথিবী ভীষণভাবে পাল্টে গেছে। বর্তমান সময়ে জীবন অনেক বেশি জটিল, অনেক বেশি ধকলপূর্ণ (স্ট্রেস), এবং অনেক বেশি চাহিদাসম্পন্ন। শাহ আব্দুল করিম-এর লেখা ‘আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম’ গানটি এখন আরও বেশি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, কীভাবে পাল্টে গেছে আমাদের জীবন।

কৃষিনির্ভর জীবনযাপন থেকে, আমরা অনেক ক্ষেত্রে শিল্পায়নের দিকে গিয়েছি। পৃথিবীর অনেক দেশ পুরোপুরি শিল্পায়ন যুগে প্রবেশ করে গেলেও, আমরা একটা মধ্যম অবস্থানে আছি। এখনও আমাদের দেশে কৃষক গুরু দিয়ে হাল চাষ করে, আবার পাশাপাশি লাখ লাখ মানুষ পোষাকশিল্প কারখানায় কাজ করে জীবন চালায়। কিন্তু শিল্পায়নের এই যুগ পুরোটা শেষ না হতেই আমরা ঢুকে পড়েছি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় (ইংরেজিতে যাকে বলছি ইনফোরমেশন/নলেজ ওয়ার্কার এজ)। বর্তমান সময়ে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে, সম্পর্কের ক্ষেত্রে, পারিবারিক ক্ষেত্রে, কর্মক্ষেত্রে এবং সামাজিক ক্ষেত্রে নতুন ধরনের সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছি, যা কয়েক দশক আগেও ছিল না। এমনকি এটা অনুমানও করা যায়নি। সময় এত দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে যে, প্রেমিক-প্রেমিকা, ছেলে-মেয়ে, মা-বাবার সাথে সন্তানদের, শিক্ষকের সাথে ছাত্রছাত্রীদের, বসের সাথে সহকর্মীদের, রাষ্ট্রের সাথে জনগণের চাওয়া-পাওয়া পুরোপুরি পাল্টে যাচ্ছে। শুধু একবার ভাবুন তো, এক ফেসবুক আমাদের জীবনকে কীভাবে পাল্টে দিয়েছে। এই সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জগুলোর কথা গত দশকেও কেউ ভাবতে পারেনি। এগুলোর মাত্রা যে ভিন্ন তা শুধু নয়, এগুলোর ধরনও ভিন্ন।

বর্তমান এই ডিজিটাল যুগে এসে নব্বই দশকের তত্ত্ব (৭টি অভ্যাস) কি এখনও প্রযোজ্য? এই প্রশ্নের মুখোমুখি স্টিফেন কোভে-কেও হতে হয়েছিল। সেই সময়ে যারা ইফেক্টিভ ছিলেন, যেভাবে ইফেক্টিভ ছিলেন সেটা কি এখনও প্রয়োগ করা যাবে? পুরনো ওই অভ্যাসগুলো কি বর্তমান সময়ে এসেও কাজে লাগানো যাবে? এবং একইভাবে প্রশ্ন উঠবে, আগামী দশ, বিশ, পঞ্চাশ বছর পরেও কি এগুলো প্রয়োগ করা যাবে? স্টিফেন কোভে এই প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, আমাদের জীবন যত বেশি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে, যত বেশি কঠিন হবে, এই অভ্যাসগুলো ততবেশি সত্যি হয়ে ধরা দেবে। এগুলো তত বেশি দৃশ্যমান হয়ে উঠবে। এর কারণ হলো, আমাদের সমস্যা এবং কষ্টগুলো সার্বজনীন, এবং এর পরিমাণ বাড়ছে। এই সমস্যাগুলোর সমাধানও হবে সার্বজনীন। সময়ের বেড়াজালে এটা আটকা পড়ে যাবে না। এই তত্ত্বগুলো সকল উন্নয়নশীল সমাজের জন্য সর্বকালে প্রযোজ্য হবে। স্টিফেন কোভে শুধু বিষয়গুলোকে গুছিয়ে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

তবে এটাও ঠিক যে, এই সূত্রগুলো আমরা একেকজন একেকভাবে প্রয়োগ করব। আমাদের বুদ্ধি, চাওয়ার মাত্রা, সক্ষমতা অনেক কিছু মিলিয়েই আপনি আপনার মতো করে একেকটি অভ্যাস তৈরি এবং প্রয়োগ করবেন। তাই ফলাফলও ভিন্ন হবে। আমরা আমাদের প্রচলিত ভাবনা দিয়েই সব কিছুর সমাধান করতে অভ্যস্ত। সেখানে ওই নীতিনির্ভর সূত্রগুলো যখন প্রয়োগ করবেন, তখন একটু এলোমেলো ঠেকতে পারে। তবে দীর্ঘমেয়াদে আপনি ভালো ফলাফল পাবেন, এটা নিশ্চিত। চলুন দেখে নেওয়া যাক, প্রাথমিক জীবনে আমরা কী ধরনের মানবিক চ্যালেঞ্জগুলোর মুখোমুখি হই।

ভয় ও নিরাপত্তাহীনতা

বর্তমান সময়ে একটা বড় অংশ মানুষ জীবন পার করে ভয়ে, নিরাপত্তাহীনতায়। তারা তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত, ভীত। কর্মক্ষেত্রে তারা নিজেদেরকে খুবই অরক্ষিত মনে করে। তারা তাদের চাকরি নিয়ে চিন্তিত থাকে, এবং পরিবারের জন্য তার যে দায়িত্ব সেটা ভেবে

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এই ধরনের নিরাপত্তাহীনতা তাকে ঝুঁকিপূর্ণ জীবনের দিকে ঠেলে দেয়। ঘরে এবং অফিসে যে তাকে অন্য মানুষের উপর নির্ভরশীল জীবন যাপন করতে হয়, এবং ঝুঁকিহীন জীবনযাত্রা কীভাবে শিখতে হয়, সেটা থেকে নিজেকে তুলে নেয়। ফলে, তার পুরো জীবনটাই কেটে যায় এক ধরনের উৎকণ্ঠায়।

আমাদের সমাজের প্রথাগত পদ্ধতি হলো, সেই মানুষটা আরও বেশি করে নিরাপদ হওয়ার চেষ্টা করবে; এবং সেটা আরও বেশি স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করবে। সে আরও বেশি নিজের 'উপর ফোকাস করবে। তাকে আরও বেশি স্বার্থপর করে ফেলবে। আমাদের সবাইকে স্বাবলম্বী হতে হবে। তবে আমরা যদি ভুলে যাই, আমাদের জীবন হলো 'পরস্পরের উপর নির্ভরশীল', তাহলে আপনি কখনই নিরাপত্তাহীনতা থেকে মুক্তি পাবেন না। আপনি যতই স্বাবলম্বী হন না কেন, আপনার ভেতর থেকে উৎকণ্ঠা কাটবে না।

এখুনি চাই

আমাদের ভেতর এক ধরনের চাহিদা তৈরি হয়েছে, আমরা অনেক কিছু এখুনি চাই। আমরা টাকা চাই, একটা সুন্দর বাড়ি চাই, গাড়ি চাই, বিশাল টিভি চাই, সাউন্ড সিস্টেম চাই, বেড়াতে যেতে চাই, দামি গিফট দিতে চাই, গার্লফ্রেন্ড/বয়ফ্রেন্ড চাই - এবং এগুলো এখুনি চাই। অপেক্ষা করার মতো সময় আমাদের হাতে নেই। যে কোনো উপায়েই হোক চাই-ই চাই। এবং আমরা মনে করি, এগুলো তো আমরা ডিজার্ট করি; পেতেই পারি।

ফলে আমাদের ভেতর এক ধরনের রেস্টলেস অবস্থা তৈরি হয়েছে। তার উপর ক্রেডিটকার্ড কোম্পানিগুলো যেভাবে ঋণ দিচ্ছে, আপনি ঋণ করে হলেও সেগুলো কিনছেন। পুরো সমাজ ব্যবস্থায় সেটার প্রভাব পড়ছে। আপনার পড়শির বিশাল টিভি আছে, আপনার নেই। সেটা তো হতে পারে না। ঋণ করে হলেও আপনার সেটা পেতে হবে।

আমাদের চাহিদা এত বেড়ে যাচ্ছে যে, এমনকি আপনি কঠোর পরিশ্রম করেও সেটা মেটাতে পারছেন না। বিশ্বায়নের এই যুগে, আপনি প্রতিনিয়ত আরও বেশি প্রতিযোগিতার ভেতর পড়ছেন। আপনি দেখতে পাচ্ছেন আপনার বন্ধু ইউরোপে বসে কোথায় ডিনার করছে, আর আপনি বরিশালে বসে সেটা পাচ্ছেন না। আপনার ভেতর মর্ম বেদনা শুরু হলো। এই ধরনের পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়াই যথেষ্ট নয়। আপনাকে প্রতিনিয়ত শিক্ষার ভেতর থাকতে হচ্ছে। আমাদেরকে নতুন করে চিনতে হচ্ছে।

আমরা যদি সবসময় 'আজকের' দিনের জন্য সবকিছু করি, তাহলে ভবিষ্যতে গিয়ে আপনি বেশ বড় ঝামেলায় পড়তে পারেন, এবং বর্তমানের সব খোয়াতে পারেন।

অপরকে দোষী করা

আপনি যখন একটা সমস্যা দেখবেন, খেয়াল করে দেখুন সাথে সাথেই আমরা কারো না কারো দিকে আঙুল তুলছি। অনেক সময়ই আমরা নির্দোষ মানুষের উপরেও দোষ চাপিয়ে দেই। আমাদের সমাজ একজন শিকার 'কে নিয়ে খেলতে পছন্দ করে। আমরা অন্যের উপর দোষ চাপাতে অভ্যস্ত। খুব কম সংখক মানুষ পাওয়া যাবে যে সাহস নিয়ে বলতে পারে, আমি এটা করেছি।

যেহেতু আমরা অন্যের উপর দোষ চাপাতে অভ্যস্ত, তাই আমরা ভাবতে থাকি - ইস, আমি যদি এমন গরিব ঘরে না জন্মাতাম, আমার বসটা যদি এমন গর্দভ না হতো, আমার যদি জন্ম আমেরিকাতে হতো, আমি যদি আমার বাবার কাছ থেকে এই রাগটুকু না পেতাম, ইস আমার ছেলেমেয়েগুলো যদি আমার কথা শুনত, ইস যদি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়াররা এই ভুলটা না করত, আমরা যদি এমন একটা নিম্নগামী শিল্পে চাকরি না করতাম, আমাদের মানুষগুলো যদি এতটা অলস না হতো, ইস আমার স্ত্রী যদি আরেকটু সহনশীল হতো ইত্যাদি। এমন অসংখ্য 'যদি'তে জীবন আটকে গেছে।

এমনটা ব্লেম গেম করে সাময়িক কিছুটা মুক্তি পাওয়া যায় বটে। তবে যতক্ষণ না আপনি আপনার নিজের কাজের দায়িত্ব নিচ্ছেন, ততক্ষণ কোনো উন্নতি আশা করাটা বোকামি।

হতাশা

আমরা যখনই ভাবতে শুরু করি যে, আপনার এই পরিস্থিতির জন্য অন্য কেউ দায়ী, তখনই আপনি ভেতরে ভেতরে চরম হতাশা ধারণ করে আছেন। আপনি কোনো কিছুর আশা ছেড়ে দিয়েছেন, চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছেন এবং নিজেকে সব কিছু থেকে ইস্তফা দিয়ে রেখেছেন।

আপনি ভাবতে শুরু করেছেন, আপনি হলেন একজন পাপেট, আপনার নিজের কিছু করার নেই, আপনি কেবল একটি গুটি মাত্র। অনেক বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ এই ধরনের ধারণা নিয়ে জীবন যাপন করেন; এবং জীবনে এক ধরনের হতাশা নিয়ে সময় পার করে দেন। কেউ কেউ বিষণ্ণতায়ও ভোগেন। এবং আশেপাশে কোনো সফল মানুষ দেখলে, তাদের ভেতর অসংখ্য খুঁত বের করার চেষ্টা করেন। তারা ভাবেন, ওই মানুষগুলো অসৎ, ভিন্ন প্রক্রিয়া সফল হয়ে গেছে। তাদের যোগ্যতা আপনার চেয়ে অনেক কম।

এই ধরনের হতাশায় আমরা অসংখ্য মানুষ ভুগি।

ভারসাম্যপূর্ণ জীবনযাপন

আমাদের জীবনে মোবাইল ফোন চলে আসার পর থেকে জীবন অনেক বেশি জটিল হয়ে উঠেছে। আমাদের চাহিদাগুলো মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, এবং মাঝে মাঝে মনে হয় সব কিছু ছেড়েছুড়ে দিয়ে কোথাও চলে যাই। আমরা প্রতিনিয়ত নিজেকে আরও বেশি নিয়োজিত করছি সময়ের ভালো ব্যবহার করার জন্য, আরও বেশি কিছু করার জন্য, আরও বেশি কিছু পাবার জন্য, এবং প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে আরও বেশি দক্ষতা অর্জন করছি আরও আরও পাবার জন্য। অনেক সময় দেখা যায়, এগুলো করছি নিজের শরীরের উপর নির্যাতন করে, পরিবারকে সময় না দিয়ে, নিজের ন্যায়পরায়ণতাকে বিসর্জন দিয়ে, এমনকি আমাদের কাজে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে জলাঞ্জলি দিয়ে।

আপনি বেশি কাজ করবেন, এটা কোনো সমস্যা নয়। কারণ, কাজই জীবনকে বাঁচিয়ে রাখে। আমাদের জীবন যে এত জটিল হচ্ছে, এটাও সমস্যা নয়। সমস্যা হলো, আমাদের প্রথাগত কালচার শিখিয়ে দিচ্ছে, কাজে সবচেয়ে আগে যাবে, আর সবচেয়ে পরে বের হবে; একইসাথে দক্ষ হবে। এটা আপনার জীবনে খুব বেশি ভারসাম্য রাখতে দিচ্ছে না। জীবন প্রতিনিয়ত হয়ে উঠছে ভারসাম্যহীন।

আমার জন্য কী আছে?

আমাদের প্রথাগত সমাজ শিখিয়ে দিচ্ছে, জীবন হলো একটা খেলা, একটা দৌড়, একটা প্রতিযোগিতা; এবং তুমি সেই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হওয়ার চেষ্টা করো। স্কুলের সহপাঠী, কাজে সহকর্মী, পরিবারের সদস্য - সবাই একটা প্রতিযোগিতার ভেতর আছে। ফলে কেউ জিতে গেলে, আপনার ভাগে কম পড়ে যাচ্ছে। যদিও আমরা অন্যের সাফল্যে উৎফুল্ল হই, কেক কাটি, চিংকার করি, উদারতা দেখাই - কিন্তু মনের গভীরে আমরা বেশিরভাগ মানুষই হিংসার আগুনে জ্বলতে থাকি।

আমরা সত্যিকার অর্থে 'আমরা' (উই) বিষয়টি অনুধাবন করতে পারি না।

দ্বন্দ্ব এবং ভিন্নতা

আমরা যতকিছু শেয়ার করি তার ভেতর অনেক কিছু যেমন মিল রয়েছে, আবার অমিলের সংখ্যাও কিন্তু কম নয়। চিন্তার ভিন্নতা, মতামতের ভিন্নতা, রুচির ভিন্নতা, স্বাদের ভিন্নতা, কাজের ধরনের ভিন্নতা, এবং উদ্দেশ্যের ভিন্নতা। এই ভিন্নতা থেকেই তৈরি হয় দ্বন্দ্ব। আমাদের সমাজ যেভাবে এখন দ্বন্দ্ব এবং ভিন্নতাকে কাটিয়ে ওঠে, তার মূল মন্ত্র হলো - যতটা পারো জিতে আসো। আমরা কম্প্রোমাইজ করতে শিখেছি। তাই নোগোশিয়েট করার জন্য দক্ষতা অর্জন করতে হয়। আমাদেরকে সেগুলো শেখানো হয়। এবং সেই প্রথাগত নোগোশিয়েশনে আমরা উভয় পক্ষকেই দেখি, কে কত বেশি জিতে পারে সেই চেষ্টা। এবং পরিশেষে উভয় পক্ষই একটি কম্প্রোমাইজ অবস্থানে আসে, যেখানে কোনো পক্ষই প্রাণ খুলে বলতে পারবে না যে, তারা জিতেছে। আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তৃতীয় আরেকটি সমাধানের কথা ভুলে যাই, যেখানে দুই পক্ষ মিলে চমৎকার একটি সিনারজি তৈরি করতে পারত, এবং যা উভয়ের জন্যই অনেক বেশি বিজয়ের হতো।

ব্যক্তিগত স্তম্ভ

মানুষের প্রকৃতি ৪টি দিকে বিস্তৃত - শরীর, মন, হৃদয় এবং আত্মা। এখানেও ভিন্ন রকমের দৃষ্টিভঙ্গি আছে, ভিন্ন রকমের ফলাফল আছে। আমাদের প্রথাগত কিছু ধ্যান-ধারণা রয়েছে, যেগুলো নীতিনির্ভর হলে অনেক ভালো ফলাফল পাওয়া যেত। যেমন, আমরা শরীর ঠিক রাখতে এক ধরনের জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হই, চিকিৎসা করাই। কিন্তু রোগ-বালাই যেন না হয়, সেই নীতিতে আমরা কতটা চলি? মনকে ঠিক রাখার জন্য আমাদের প্রচলিত ধারা হলো নিজেকে টিভি/স্ক্রিন দেখে বিনোদিত করা। অথচ বই পড়ার অভ্যাস আমাদের কতজনের আছে? বই পড়ার মাধ্যমে আপনি মনকে যেই গভীর নিয়ে যেতে পারবেন, টিভি সেটা পারে না। হৃদয় ঠিক রাখার জন্য আমরা সম্পর্ক

করি। এবং প্রচলিত নিয়ম হলো, সেই সম্পর্কগুলোকে আমরা কাজে লাগিয়ে আমাদের নিজেদের উন্নতি চাই। কিন্তু কতজন আমরা মানুষের কল্যাণের জন্য সম্পর্ক করি? কোনো রকম প্রাপ্তির আশা ছাড়া, কতজন অন্য মানুষকে শোনেন এবং তাকে সাহায্য করেন? ওটার ভেতর যে গভীর আনন্দ রয়েছে, সেটা আমরা নেই না। আত্মার শান্তির জন্য আমরা ধর্মের আশ্রয় নেই। এবং ধর্মের নামে আমরা কীভাবে জাতি-বিভেদ এবং সহিংসতা ছড়িয়ে দিচ্ছি। কিন্তু ধর্ম কি আসলেই এগুলো সমর্থন করে? আমরা কতজন মানুষ সঠিকভাবে ধর্মকে পালন করছি? মানুষের কল্যাণের জন্য, সকল ধর্মের মানুষের সাথে মিলেমিশে সামাজিক ঐক্যতান রেখে আমরা কতটা চলতে পারছি? প্রতিদিন আমরা নীতিহীন হয়ে পড়ছি।

আমরা উপরের যে চ্যালেঞ্জগুলো দেখলাম, এগুলো আমাদের ভেতর আছে। পাশাপাশি আমাদের ব্যক্তিগত কিছু চ্যালেঞ্জও আছে - যেগুলো প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রে ভিন্ন। তবে সবচেয়ে কঠিন বিষয়টি হলো, এই চ্যালেঞ্জগুলোকে উত্তরণের জন্য সমাজে প্রচলিত জনপ্রিয় যে উপায়গুলো রয়েছে, সেগুলো খুব একটা কাজের নয়। যে বিষয়টি জনপ্রিয়, কিংবা সহজেই করা যায় - সেটা খুব বেশি কার্যকর নয়। নীতিনির্ভর বিষয়গুলো করা কঠিন, কিন্তু ফলাফল অনেক বেশি দীর্ঘমেয়াদী।

স্টিফেন কোভে যে ৭টি অভ্যাসের কথা বলেছেন, এগুলো নীতিনির্ভর। এই অভ্যাসগুলো আপনার ভেতরে তৈরি করতে পারলে, আপনার ভেতরে এক গভীর আত্মবিশ্বাস তৈরি হবে, এবং সবকিছু গুছিয়ে করে ফেলতে পারবেন। তবে মনে রাখতে হবে, ছুট করেই আপনি এই অভ্যাসগুলো তৈরি করতে পারবেন না। একটা ক্রমাগত চর্চার ভেতর থাকলে, আপনি এর ফলাফল পেতে শুরু করবেন। আর যতবেশি এই অভ্যাসগুলোর কাছাকাছি পৌঁছে যাবেন, বিষয়গুলো ততবেশি সুক্ষ্ম হতে শুরু করবে; আরও বেশি সুচারু হতে শুরু করবে। তবে ততদিনে আপনি ওই অভ্যাসের ফলাফল এত বেশি দেখতে পাবেন যে, আপনি সেই বিস্ময়জনক জায়গাটিতেই যেতে চাইবেন।

তবে এই সবকিছুর আগে আপনাকে ঠিক করতে হবে, আপনি একজন স্বার্থপর মানুষ হিসেবে এই গ্রহে জীবন-যাপন করতে চান, নাকি একজন উদার, উপকারী এবং সজ্জন হয়ে বেঁচে থাকতে চান।

৩ ডিসেম্বর ২০১৬

ই-মেইল: zs@priyo.com

[প্রকাশিত মতামত লেখকের একান্তই নিজস্ব। প্রিয়.কম লেখকের মতাদর্শ ও লেখার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। প্রকাশিত মতামতের সঙ্গে প্রিয়.কম-এর সম্পাদকীয় নীতির মিল নাও থাকতে পারে।]

- বিভাগ:
- [মতামত](#)